রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২২ সনের ৩৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৭—৬১২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৩৩—১৩৭৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৫৭—১০০৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৪ জুন, ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৬৮.২১-৪৯৮—পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব বিদুষী চাকমা (৬৯২৮) দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ মার্চ ২০২২ তারিখ ভোর ০৫.০১ মি, বিআরবি হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

২। জনাব বিদুষী চাকমা (৬৯২৮) ১৫ মার্চ ১৯৭৩ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৮ মে ২০০১ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব বিদুষী চাকমা (৬৯২৮) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব বিদুষী চাকমা (৬৯২৮) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৩ জুন ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০২.২২.৬৪—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৫৬৬৯), প্রাক্তন প্রথম সচিব (পাসপোর্ট ও ভিসা). বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কর্তৃক প্রথম সচিব (পাসপোর্ট ও ভিসা) হিসেবে কর্মকালে বাংলাদেশী নাগরিক নন এ রকম ব্যক্তিবর্গের ৬১টি পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যু করা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ইস্যু/রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে সর্বশেষ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাঁর নিকট রক্ষিত এপ্রুভাল আইডি যথাযথভাবে ব্যবহারে ব্যর্থ হওয়া, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে বিদেশ সফর করা, নিজ স্বাক্ষরে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং জেদ্দা মিশন থেকে নিজের পিতার পাসপোর্ট ইস্যু করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ২৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে লিখিত জবাব দালিখপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ৯ জুন ২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ যথাযথ নয় মর্মে দাবী করেন ও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, শুনানিঅন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ কোনো দৃঢ় ও পর্যাপ্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামন (পরিচিতি নম্বর ১৫৬৬৯), প্রাক্তন প্রথম সচিব (পাসপোর্ট ও ভিসা), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা বর্তমানে পরিচালক (উপসচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৩ জুন ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৮.২০(বি.মা.).১৯২—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (পরিচিতি নং-৬২৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন) গত ৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ১৯.৪৬ মিনিটে তাঁর ফেইস বুক আইডি "Rahaman Henry"-থেকে "রহমান হেনরী" ছদ্মনামে একটি কুরুচিপূর্ণ, অশোভন ও আপত্তিকর কবিতা প্রকাশ করেন যা একদিকে একজন সরকারি কর্মচারীর পক্ষে অশোভন ও অকর্মকর্তাসুলভ আচরণ এবং অন্যদিকে, এতে প্রশাসনের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৮.২০ (বিমা)-৩৮১ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২. যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩. যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক মতামত দেন যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক নয় মর্মে বিবেচিত হয়েছে এবং একজন সরকারি কর্মচারী হয়েও তিনি সরকার প্রধানকে ইঙ্গিত করে যে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় কবিতা প্রকাশ করেছেন তা তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব, তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ সাইদুর রহমান কে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করেছে; এবং

৭। যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (পরিচিতি নং-৬২৮০), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর উপর সরকারি 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৮। সেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (পরিচিতি নং-৬২৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদারচণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১১জুন ২০২২

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৭-২২৭—Bangladesh Bank Order. 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 10(3) এবং 10(5) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নম্বর ৪০৩৪)-কে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ খ্রি. অথবা তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৪ (চার) বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার গভর্নর পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গ্রহণ করবেন। এ নিয়োগের অন্যান্য বিষয় উল্লিখিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

আদেশ

তারিখঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৫ জুন ২০২২

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৫২.১৬-৭৭—যেহেতু, মৌসুমী সরকার (পরিচিতি নম্বর ৩০০৩২৭), সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা-তে কর্মরত থাকাকালীন তার অনুকূলে Australia Awards Scholarship Intake 2020 এর আওতায় Macquarie University, Australia-তে Master of Forensic Accounting and Fancancial Crime কোর্সে অধ্যয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের ৭২৯ সংখ্যক আদেশে ১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়;

২। যেহেতু, মঞ্জুরকৃত প্রেষণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় অনুপস্থিতির বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি বা কর্মস্থলেও যোগদান করেননি। তার তরফ থেকে কারণ দর্শানোর জবাব না পাওয়ায় এবং অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, অভিযোগনামা জারির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করে ই-মেইলে অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য তার অনুকূলে ১ (এক) বছর ছুটি বর্ধিত করার আবেদন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে আরেকটি আবেদন প্রেরণ করেন। তদানুযায়ী তিনি ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানপত্র দাখিল করেন।

৪। যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২ জুন, ২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তার আবেদন, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তথ্য, সরকারপক্ষের উপস্থাপিত তথ্য প্রমানাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তার অনুমোদিত ছুটি শেষে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তিনি যোগদান করেননি বা তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। তার এ আচরণ সরকারি বিধি/বিধানের প্রতি অনানুগত্যতার প্রমাণক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি ৭ মাস ২০ দিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তার অপরাধ ইচ্ছাকৃত মর্মে বিবেচনার যৌক্তিক কারণ আছে।

৫। যেহেতু, সার্বিক তথ্য পর্যালোচনায় মৌসুমী সরকার, সহকারী কমিশনার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচর' এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

৬। সেহেতু, মৌসুমী সরকার (পরিচিতি নম্বর ৩০০৩২৭), সহকারী কমিশনার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী বর্তমান বেতন গ্রেডের একধাপ নিম্নস্তরে অবনমিত করার দণ্ড আরোপ করা হলো। অর্থাৎ তার বর্তমান বেতন গ্রেডের যে ধাপে মূল বেতন নির্ধারণ হয়েছে, তার একধাপ নিম্নস্তরে তার মূল বেতন নির্ধারণ হবে। তিনি এ সংক্রান্ত কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৭। ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ১৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কর প্রশাসন-১ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৩ মে ২০২২

নং ০৮.০১.০০০০.০১৯.০৫.০৪০.২২.৩৪১—বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তা মরহুম মোঃ ওমর ফারুক, প্রাক্তন উপ কর কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন), কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা বিগত ৪-৫-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিজ জেলা নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় নিজ বাড়ি সংলগ্ন মল্লিকা দীঘিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৩১ তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা: মোঃ ফজলুর রহমান এবং মাতা: মনোয়ারা বেগম। তিনি ২ সন্তানের জনক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী: ফারজানা বিনতে হাফিজ, কন্যা: সামায়রা ফারুক রোদসী এবং পুত্র: ওরহান ফারুক রনো-কে রেখে যান। তাঁর জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৬। খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যুকালে তিনি ৬ষ্ঠ গ্রেডের (বেতন স্কেল ৩৫,৫০০—৬৭,০১০) কর্মকর্তা ছিলেন।

আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

শাহীন আক্তার
সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)।

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ০২৬/২০২২/কাস্টমস/২১১।—The Customs Act, 1969 (Act. IV of 1969) এর Section-11 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে রংপুর জেলার, মিঠাপুকুর উপজেলার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো. যথা:

দাগ নম্বরসমূহ	জে এল নং	মৌজা	চৌহদ্দি	জমির পরিমাণ
০৩ নং পায়রাবন্দ ইউনিয়নের অন্তর্গত জয়রামপুর আনোয়ার, সাবেক দাগ নং-১৩৪, হাল দাগ নং-৬২৫ (শতক ৬৫), সাবেক দাগ নং-৭৩৫, হাল দাগ নং-৬১৯ (শতক ১.৩), সাবেক দাগ নং-১৩৩, ১৩৫, হাল দাগ নং ৬২৭ (শতক ৫২), সাবেক দাগ নং-১৩২/৫৬৯, হাল দাগ নং-৬২৪ (শতক ৪২), সাবেক দাগ নং ১৩৫, হাল দাগ নং ৬২১ (শতক ১.২৬), সাবেক দাগ নং ১৩৫, হাল দাগ নং ৬২৬ (শতক ৪.১৯), সাবেক দাগ নং ১৩২, হাল দাগ নং ৬২৩ (শতক ২২), সাবেক দাগ নং ৭৩৬, হাল দাগ নং ৬২৮ (শতক ৩.৭৩)।	জে এল নং-১৬৯	জয়রামপুর আনোয়ার	(অ) পূর্বে: সিঙ্গিকুড়া নং-১৭৯ (আ) পশ্চিমে: লহনী নং-১৭২ (ই) উত্তরে: চূহর নং-১৭০ (ঈ) দক্ষিণে: সালাইপুর নং-১৭৬	১৫.০০ একর

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন ২০২২ খ্রি:

নং ৩৪/২০২২/কাস্টমস/২৪০—The Customs Act, 1969 (Act. IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডিউটি ফ্রি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সারবান ইন্টারন্যাশনাল এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
১।	মেসার্স সারবান ইন্টারন্যাশনাল	মার্কিন ডলার ৬,৭০,৪০০.০০ লক্ষ (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার চারশত)

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৬৭/২০০৬/শুল্ক, তারিখ: ১৫-০৮-২০০৬ খ্রি: এতদ্বারা রহিত করা হলো।

নং ৩৫/২০২২/কাস্টমস/২৪১—The Customs Act, 1969 (Act. IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডিউটি ফ্রি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সারবান ইন্টারন্যাশনাল এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
১।	মেসার্স সাবান ইন্টারন্যাশনাল	মার্কিন ডলার ৮,৭০,৪০০.০০ লক্ষ (আট লক্ষ সত্তর হাজার চারশত)

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৬৮/২০০৬/শুল্ক, তারিখ: ১৫-০৮-২০০৬ খ্রি: এতদ্বারা রহিত করা হলো।

তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং ৩৩/২০২২/কাস্টমস/২২৭—The Customs Act, 1969 (Act. IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স ন্যাশনাল ওয়্যারহাউস (বন্ড লাইসেন্স নং ০৮/কাস-এসবিডব্লিউ/১৯৮২, তারিখ: ১৬-০৩-১৯৮২ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ০১৪/২০২২/কাস্টমস/১৬২, তারিখ: ৮-৫-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ নিম্নবর্ণিত শর্তে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

শর্ত

বর্ধিত সময়ের আমদানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আমদানি প্রাপ্যতা বিয়োজন করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-২০/৮৮-১৪৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব নাসরুল্লাহ, জন্ম তারিখ: ২৮-০৪-১৯৯২ খ্রিঃ, পিতাঃ ইউনুস আলি, মাতাঃ রওশনারা, গ্রাম: দেপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: কে, দেপাড়া. উপজেলাঃ বাগেরহাট সদর, জেলাঃ বাগেরহাট। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার ০৩ নং গোটাপাড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীতি বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্বিধারণ করিতে পারেব।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৯ জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৬১/২০২২-২৬১—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারা অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মিজানুর রহমান, পিতা-মৃত ছৈয়দের রহমান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Ordinance, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশাবলী

তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১২ জুন ২০২২

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৯.২২-২৩৫—যেহেতু, জনাব মোঃ বিল্লাল মেহেদী, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জুরাইছড়ি, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তনঃ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, হোমনা, কুমিল্লা)

এর বিরুদ্ধে ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় "আমার বিরুদ্ধে লিখলে কিছুই হবে না" শিরোনামে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভোটার স্থানান্তর, সংশোধনী, ভোটার হালনাগাদ, ভোট কেন্দ্র স্থাপন ও স্থানান্তর নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতিসহ স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়াও, ৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের "দৈনিক কালের কণ্ঠ" পত্রিকায় "প্রার্থীতা বাতিলের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়" শিরোনামে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হয়। তিনি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন প্রার্থী প্রতি ৫০০-১০০০ টাকা আদায় করেছেন এবং এক নারী প্রার্থী উক্ত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কক্ষ থেকে বের করে দেন মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি অফিসের কাজে অসহযোগিতা ও অকথ্য ভাষায় আক্রমণমূলক আচরণ করাসহ অতীতেও অননুমোদিতভাবে ছুটি ভোগ করেছেন মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাঁর কৃতকর্মের কারণে ইতোপূর্বেও তাঁকে একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁর আচরণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাঁর এরূপ আচরণ ও কার্যক্রমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ভানমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাঁর এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তৎপ্রেক্ষিতে, জনাব মোঃ বিল্লাল মেহেদী, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জুরাইছড়ি, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তনঃ উপজেলা কর্মকর্তা, হোমনা, কুমিল্লা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০২২ রুজু করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত মামলায় তাঁকে কারণ-দর্শানো হলে তিনি জবাব দালিখ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ২৪-৫-২০২২ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী (১) তিনি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ পান। দায়িত্ব পালনকালে মুরাদনগরের সাংবাদিক তার ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম বাতিল করতে বলেন। তিনি কোনো কারণ ছাড়া তার কথায় সায় না দেওয়ায় সে তাকে দেখে নেয়ার হুমকি প্রদান করেন এবং মনগড়া সংবাদ প্রচার করেন। (২) হোমনা উপজেলার আব্দুল হক সরকার টাকা দাবী করেন। টাকা না দেওয়ায় তিনি অসত্য সংবাদ প্রচার করেন। কোনো ভোটকেন্দ্র উপজেলা নির্বাচন অফিসার পরিবর্তন করতে পারে না। এ কথা আব্দুল হক সরকারের জানা না থাকায় তিনিও মনগড়া সংবাদ প্রচার করেন। (৩) এছাড়া তিনি ইতোপূর্বে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছেন। এর বাইরে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই;

যেহেতু, জনাব মোঃ বিল্লাল মেহেদী, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জুরাইছড়ি, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, হোমনা, কুমিল্লা) এর দাখিলকৃত জবাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ভয় ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া তিনি রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন একজন নারী প্রার্থী টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কক্ষ থেকে বের করে দেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু উক্ত নারী প্রার্থীর নাম ও কোনো পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। সুতরাং উক্ত অভিযোগসমূহের সত্যতা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ বিল্লাল মেহেদী, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জুরাইছড়ি, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, হোমনা, কুমিল্লা) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সতর্ক করে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১০.২২-২৩৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাচন কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা [প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর] এর বিরুদ্ধে জনাব আব্দুর রউফ, গ্রাম-বেপারী ডাংগী, উপজেলা- চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর (গাজীরটেক ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য প্রার্থী) এবং জনাব মোঃ আহসানুল হক মামুন, গ্রাম-চর হাজিগঞ্জ, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর নামীয় জনৈক প্রার্থীদের নিকট হতে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া, বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিষয়ে পত্রিকায়ও খবর প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে এ কার্যালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব দ্বারা প্রাথমিক তদন্তে দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। তাঁর এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তৎপ্রেক্ষিতে, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাচন কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা [প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর] এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ আনয়ন করে। বিভাগীয় মামলা নং-০৭/২০২২ রুজু করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত মামলায় কারণ-দর্শানো হলে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ৯-৫-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী তিনি চরভদ্রাসনের চরভদ্রাসন, গাজীরটেক, চরহরিরাম এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে শুত্রুতাবশতঃ অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি দুর্নীতি করেন নাই। তাঁর Account এর ২৩ লক্ষ টাকা আস্তে আস্তে সঞ্চয় করেছেন। Tax file এ দেখানো আছে। মিথ্যা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চান;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাচন কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা [প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর] এর বিরুদ্ধে জনাব আব্দুর রউফ গ্রাম-বেপারী ডাংগী, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর (গাজীরটেক ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য প্রার্থী) এবং জনাব মোঃ আহসানুল হক মামুন, গ্রাম-চর হাজিগঞ্জ, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর, নামীয় জনৈক প্রার্থীদের নিকট হতে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সঠিক মর্মে প্রতিয়মান হয়। এছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত হিসাব নং-২০০৯৯০১০১৪৪৫৭ এ নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ০৭ অক্টোবর ২০২১ হতে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২৩,০৫,.০০০/- (তেইশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা জমা পাওয়া গেলেও তদন্তে তার সুনির্দিষ্ট উৎস দেখাতে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর হিসাব নম্বরে জমাকৃত মোট ২৩,০৫,০০০/- (তেইচ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকার বিষয়ে তদন্তে তাঁর ও তাঁর শ্বশুরের বক্তব্যের গড়মিল পাওয়া যায়। অভিযোগকারী কর্তৃক ০২-১১-২০২১ তারিখে তাঁকে প্রদানকৃত ১,৭৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং ০৩-১১-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যাংকে জমাকৃত টাকার বিষয়ে অভিযোগকারীর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। তাঁর এরূপ আচরণ ও কার্যক্রমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাঁর এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তাঁর উক্তরূপ কার্যক্রম সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি

৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর শামিল;

যেহেতু, তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানি, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর দোষে দোষী;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক সংঘটিত উক্তরূপ কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, নির্বাচন কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা [প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর] এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(খ) অনুযায়ী—

(১) তাঁর "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি" আগামী ২ (দুই) বছরের জন্য বন্ধ থাকবে এবং পরবর্তীতে কখনও তিনি এ অর্থের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

(২) তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৯ জুন ২০২২

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০০১.২১-৭৬১—সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হিজরি ১৪৪৩/২০২২ সনের সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনাধীন ১২ বছরের নিম্নে হজযাত্রীদের পবিত্র হজ পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হবে না মর্মে অবহিত হওয়া গেছে। ভিসা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১২ বছরের নিম্নের বয়সী হজযাত্রীগণ হজে গমন করতে পারবেন।

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১৯-৩৩২—যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (১১৪৫৯৫), মেডিকেল অফিসার, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা এবং ১৯-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১১-৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৩১ নম্বর স্মারকে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধিমোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, এ বিষয়ে শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থাপিত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে ডাঃ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলামকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে সঠিকভাবে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১ মে ২০২২

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০৪.১২-১২১—যেহেতু, জনাব গোলাম কিবরিয়া (সাময়িক বরখাস্ত), সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার (পূর্ব), চট্টগ্রাম পদে কর্মরত থাকাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির নিয়োগ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; এবং

যেহেতু, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কর্মচারীদের নিয়োগের বিষয়ে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য তাকে দায়ী করা হয়। সে প্রেক্ষিতে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি অনুসারে ১২-৬-২০১২ তারিখে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব গোলাম কিবরিয়া (সাময়িক বরখাস্ত), সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার (পূর্ব), চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম-এ 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বিশেষ মামলা নং ১১/২০১৪ এবং 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বিশেষ মামলা নং ০৩/২০১৪-এর রায় ২৭-৪-২০১৭ তারিখ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, উভয় মামলায় তাকে ২ (দুই) বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ৩ (তিন) মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোনো সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বা ১ (এক) বৎসর মেয়াদের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, উক্ত দণ্ড আরোপের রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে চাকরি হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হইবেন";

সেহেতু, জনাব গোলাম কিবরিয়া (সাময়িক বরখাস্ত), সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার (পূর্ব), চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে বিশেষ মামলা নং ১১/২০১৪ এবং বিশেষ মামলা নং ০৩/২০১৪-এর রায় এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) বিধি অনুযায়ী তাকে সরকারি চাকরি হতে ভূতাপেক্ষভাবে বরখাস্ত করা হলো; যা ২৭-৪-২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০৪.১২-১২২—যেহেতু, জনাব মো: হাফিজুর রহমান (সাময়িক বরখাস্ত), অতিঃ প্রদান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব) (চ.দা.), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম পদে কর্মরত থাকাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির নিয়োগ কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; এবং

যেহেতু, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কর্মচারীদের নিয়োগের বিষয়ে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য তাকে দায়ী করা হয়। সে প্রেক্ষিতে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি অনুসারে ১২-৬-২০১২ তারিখে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব জনাব মো: হাফিজুর রহমান (সাময়িক বরখাস্ত), অতিঃ প্রদান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব) (চ.দা.), বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম -এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম-এ 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বিশেষ মামলা নং ১১/২০১৪ এবং 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বিশেষ মামলা নং ০৩/২০১৪-এর রায় ২৭-৪-২০১৭ তারিখ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, উভয় মামলায় তাকে ২ (দুই) বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ৩ (তিন) মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোনো সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় আদলত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বা ১ (এক) বৎসর মেয়াদের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, উক্ত দণ্ড আরোপের রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে চাকরি হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হইবেন";

সেহেতু, জনাব জনাব মো: হাফিজুর রহমান (সাময়িক বরখাস্ত), অতিঃ প্রদান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব) (চ.দা.), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে বিশেষ মামলা নং ১১/২০১৪ এবং বিশেষ মামলা নং ০৩/২০১৪-এর রায় এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২(১) বিধি অনুযায়ী তাকে সরকারি চাকরি হতে ভূতাপেক্ষভাবে বরখাস্ত করা হলো; যা ২৭-৪-২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৫ জুন ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০১২.২০১৩-২২৪—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী প্রফেসর রকীব আহমদ, পি.এইচ.ডি. (অবসরপ্রাপ্ত), জিওগ্রাফী এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-কে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

(ক) ভাই-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৭ জুন ২০২২

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৭.২১-২৫৯—যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কিশোরগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। শুনানি শেষে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাঙ্গামাটি (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কিশোরগঞ্জ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোবেক "তিরস্কার (Censure)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৩ জুন ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৯.২০২০-৩২৪—যেহেতু, জনাব মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ (৩৫৭৩), সহযোগী অধ্যাপক (সংস্কৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, সংযুক্ত: সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা গত ১২-৪-২০২০ খ্রিঃ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় বিধি অনুযায়ী বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ তাঁর স্থায়ী ও কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে "প্রাপক দেশে নাই" মর্মে ডাক বিভাগ খামের গায়ে লাল কালি দিয়ে লিখিতভাবে জানায়;

যেহেতু, জনাব মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপপূর্বক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ-কে চাকরি হতে বরখাস্তকরণে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মন্মাথ রঞ্জন বাড়ৈ (৩৫৭৩), সহযোগী অধ্যাপক (সংস্কৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, সংযুক্ত: সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).১৬৯—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	রাজাসন	১৪৫	৩১৪১	০১	সাভার	ঢাকা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২২১.১০(অংশ-১).১৬৭—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	পাঁচ ঘুঘুদিয়া	৫৯	৪০২	সাভার	ঢাকা
২।	সাইপাড়া	১৩০	৪৯১	সাভার	ঢাকা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.১৭.১৭১—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	দেউলিয়াবাড়ী	১০১	৯৪৩	জামালপুর সদর	জামালপুর
২।	কাপাশহাটা	১০৪	৭৫১	জামালপুর সদর	জামালপুর
৩।	সাহাপুর	৩৮	১১৩৪	জামালপুর সদর	জামালপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪।	আটাবাড়ী	১২৭	১৮৪৭	জামালপুর সদর	জামালপুর
৫।	পাড়পাড়া	৫৭	৭০৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
৬।	গোপালপুর	৭১	৬৪১	জামালপুর সদর	জামালপুর
৭।	মৌহাডাঙ্গা	৭৪	১৮৩২	জামালপুর সদর	জামালপুর
৮।	হাসিল পাড়িল গৌরীপুর	৯৭	৪৫৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
৯।	নারিকুলি	১২৬	২১২৪	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).৬৮—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	মালীডাঙ্গা	১৩	২৫২১	নড়াইল সদর	নড়াইল
২।	রঘুনাথপুর	৪৮	৯৭০	নড়াইল সদর	নড়াইল
৩।	মাছিমদিয়া	৫৮	৪৪০	নড়াইল সদর	নড়াইল
৪।	নড়াইল	৬৩	১২৬৩	নড়াইল সদর	নড়াইল
৫।	উজীরপুর	১০০	১৯৬২	নড়াইল সদর	নড়াইল
৬।	দিঘলিয়া সরকোলডাঙ্গা	১১৮	১০৫৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
৭।	সালিখা	১৬৮	১০৯৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
৮।	কাঞ্চনপুর	১২৮	১৫৮৯	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৯।	পবহাটি	১৫৯	২৫৮১	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
১০।	কংসী	১৮৯	৬১৩	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
১১।	মির্জ্জাপুর	১৪	১৮৭৯	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১২।	উত্তরমির্জ্জাপুর	৩০	৭৬৫	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৩।	ধাওড়া	৯১	১৫৬৪	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৪।	বারইপাড়া	১২৭	১৩৫১	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৫।	বিরাইমপুর	১৩০	১৩৯১	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৬।	বাগুটিয়া	১৬৬	১৫২১	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৭।	ভৈরবা	৪৮	২০৮২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৮।	নারায়নপুর নাটিয়া	১১৪	২৩০৫	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৯।	হাট খালিশপুর	১৩০	৯১৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
২০।	আদমপুর	১৪৬	৬৯২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৫.১৫.১৭০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	ঘোড়াশাল	৫২	৪৪৭০	পলাশ	নরসিংদী
২।	লৌলারা	০১	২০৮	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
৩।	চর বৈষ্ণবী	০৭	৫২৬	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
৪।	সেলিমপুর	৬৭	১০৯৬	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ
৫।	পাটগ্রাম	৭১	৬৭২	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২২১.১০(অংশ-১).১৭৭—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	কাফরুল	০৬	২০৭৬, ২৮১৮ ও ৩০২৩	০৩	ক্যান্টনমেন্ট	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪২৯/০৮ মে ২০২২

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৮১.১৫-৯৪—যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন আকন্দ, সাবেক সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সুনামগঞ্জ (সাময়িক বরখাস্ত) (অবসরপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে সমাজসেবা অফিসার হিসেবে আদিতমারী, লালমনিরহাটে কর্মকালে ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের ১৯,৫৯,২৩৭ (উনিশ লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ) টাকা আত্মসাত এবং ১,৭০,০০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে বিনিয়োগ করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন আকন্দের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" অভিযোগে তাঁকে সাময়িক বরখাস্তকরত (নম্বর ৪১.০০০০.০০.০৩৬.২৭.০৮১.১৫.৭৩, তারিখ: ২১ জুন ২০১৬) তাঁর বিরুদ্ধে ০৭/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (স্মারক নম্বর ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৮১.১৫.৭৭, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৬);

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিলকরত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করে। ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ২৮ জুলাই ২০২১ ধার্য ছিল। করোনাকালীন সময়ে জরুরি অবস্থার কারণে শুনানি স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পূর্বে বিগত ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন;

যেহেতু, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন (স্মারক নম্বর ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৪১.১৬.১০৫, তারিখ: ১০ মার্চ ২০২২) মোতাবেক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন আকন্দ এর নিকট ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের বছরভিত্তিক দণ্ড সার্ভিস চার্জসহ ২৬,৫৪,৭৬৭ (ছাব্বিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত সাতষট্টি) টাকা আত্মসাৎ রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

যেহেতু, জনাব দেলোয়ার হোসেন আকন্দ, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত) (অবসরপ্রাপ্ত), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সুনামগঞ্জ (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, আদীতমারী, লালমনিরহাট) এর বিরুদ্ধে আনিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতবেক তাঁর আনুতোষিক খাত হতে ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের বছরভিত্তিক দণ্ড সার্ভিস চার্জসহ ২৬,৫৪,৭৬৭ (ছাব্বিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত সাতষট্টি) টাকা কর্তনপূর্বক ০৭/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

২। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহফুজা আখতার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪২৯/১৫ জুন ২০২২

নং ৪১.০০.০০০০.০৪১.২৭.০০৫.১৮.১৫২—যেহেতু, জনাব খান আবুল বাশার (অবসরপ্রাপ্ত (মরহুম), জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর) এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রঋণ তহবিরের ৬,৯৩,৮৫৬ (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত ছাপান্ন) টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। উক্ত অর্থের মধ্যে প্রথম ধাপে ৫,২০,৭৮৩ (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত তেরাশি) টাকা এবং পরবর্তীতে ১,৭৩,০৭৩ (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিয়াত্তর) টাকা চেকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। তিনি আত্মসাৎকৃত ৬,৯৩,৮৫৬ (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত ছাপান্ন) টাকা বছরভিত্তিক ১০% হারে সার্ভিস চার্জ ৯,৮৪,১১০ (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার একশত দশ) টাকা জমা প্রদান করেননি;

যেহেতু, তিনি সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, ঢাকা হিসেবে ১৫ নভেম্বর ২০১২ হতে ১০ মার্চ ২০১৬ মেয়াদে কর্মরত অবস্থায় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকায় উপপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে ১৯,৪০,০০০ (উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেন। বিতরণকৃত অর্থ প্রকৃত ঋণ গ্রহীতাদের হাতে না দিয়ে সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের হাতে প্রদানকরত আত্মসাৎ এর সুযোগ করে দেন;

যেহেতু, দায়িত্ব পালনে অনিয়ম, অবহেলা ও অদক্ষতার জন্য তাঁর (জনাব খান আবুল বাশার) বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতির" অভিযোগে ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব দাখিলকরত তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ শেষে তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব খান আবুল বাশার (অবসরপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতির" অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, জনাব খান আবুল বাশার (অবসরপ্রাপ্ত) (মরহুম), জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(গ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড প্রদানকরত তাঁর আনুতোষিক হতে সরকারি পাওনা অর্থ ৯,৮৪,১১০ (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার একশত দশ) টাকা কর্তনের আদেশ দেওয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৯/১৩ জুলাই ২০২২

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০২৭.০০৭.২০.৩২৬—যেহেতু, আপনি সৈয়দ নুরুল কুদ্দুস, উপাধ্যক্ষ (সহকারী নিবন্ধক), আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে আপনার আইডি-"syed shovon" থেকে নিম্নবর্ণিত স্ট্যাটাস/ মন্তব্য করেছেন:

(ক) "কানার পা শুধু খালে পড়ে"! গত ০১-০৭-২০২০ তারিখে আবেদন করলাম। শ্রান্তি বিনোদন ছুটি আজও পাশ হলো না। গত ০১-০৭-২০২০-৩১-৮-২০২০) মরার পরে..!

(খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ একজন কর্মকর্তার শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর হতে কয় মাস লাগে?

(গ) চরম অমানবিকতার শিকার হয়ে ১৬-৮-২০২০ তারিখে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসরের আবেদন জমা দেবো, এটাই চূড়ান্ত!

২। যেহেতু, আপনি সৈয়দ নুরুল কুদ্দুস একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আপনার চাকুরিগত প্রাপ্যতার বিষয়ে কোনো আবেদন অনিষ্পন্ন থাকলে তা আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আপনি তা না করে এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কটাক্ষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আপনার এ ধরনের আচরণ একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে শিষ্টাচার বহির্ভূত ও শোভনীয় নয়;

৩। যেহেতু, আপনি সৈয়দ নুরুল কুদ্দুস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন তা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) এর অনুচ্ছেদ ৬.২ 'ক' ও 'গ' এর লঙ্ঘন করেছেন যা, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত দণ্ডযোগ্য অপরাধ;

৪। যেহেতু, আপনি সৈয়দ নুরুল কুদ্দুস, উপাধ্যক্ষ (সহকারী নিবন্ধক), আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) এর অনুচ্ছেদ ৬.২ 'ক' ও 'গ' এর লঙ্ঘন করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে দোষী। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৪-৬-২০২১ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৭.২০.২১৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০১/২১) রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়। আপনার বিরুদ্ধে কেন সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ৪(৫)(গ) অনুযায়ী দণ্ড আরোপ করা হবে না তা পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জবাব দাখিল ও আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী কিনা তাও জবাবে উল্লেখ করার জন্য বলা হয়;

৫। যেহেতু, আপনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গত ২৭-০৬-২০২১ তারিখে জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবে আপনি আপনার স্ত্রীর অনুস্থতার কথা বলে যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য পেশকৃত জবাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করা আপনার পক্ষে সম্ভব না মর্মে পেশকৃত পত্রে আরও উল্লেখ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বিরুদ্ধে ১৪-০৬-২০২১ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৭.২০.২১৩ সংখ্যক স্মারক মূলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০১/২০২১) এর অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় তদন্ত কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক তার তদন্ত প্রতিবেদন গত ০২-১২-২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় বরাবর দালিখ করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের সমাপনী মন্তব্যে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী কেন আপনাকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জনাব নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলের জন্য ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ গত ৭-৩-২০২২১ তারিখে প্রদান করা হয়;

৬। যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আপনার জবাবে উল্লেখ করেন যে, আপনার আইডি খোলার পূর্বে “Sayed shovon” নামে ফেসবুক আইডি খুলে দেয়, কিন্তু আপনি চালনায় অদক্ষ ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে উক্ত আইডি কে বা কারা হ্যাক করে দেয় এবং আপনাকে হেনোস্তা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্ট্যাটাস প্রদান করে। এ বিষয়ে আপনার উপর আনীত অভিযোগের অনেক পূর্বে “Sayed shovon” নামে ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়ার কারণ ঝিনাইদহ সদর থানায় গত ২৯-৪-২০১৯ তারিখে ১৬৬০ নং জিডি দায়ের করেন। বিভিন্ন কার্যালয়ে চাকরি করাকালীন প্রশাসনিক প্রয়োজনে হয় তো বা কারো নিকট অসন্তোষের কারণে হীন উদ্দেশ্যে আপনাকে হেনোস্তা করার মানসে “Sayed shovon” নামে ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন স্ট্যাটাস প্রদান করে। আপনি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৮ (পরিমার্জিত সংস্করণ) এর অনুচ্ছেদ ৬.০২ এর ক ও গ বিধি লঙ্ঘন করেননি এবং আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে হেয় করে কোনো মন্তব্য করেননি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি সবসময় আপনি অনুগত ছিলেন ও আপনার উপর আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ২য় কারণ দর্শানো নোটিশে আপনি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিকট বিনম্র প্রার্থনা করেছেন;

৭। যেহেতু, ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ১০-৩-২০২২ তারিখের লিখিত জবাব ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে আপনার লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এবং আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় ডায়েরি'র মূল কপি সংযুক্ত করায় ও বয়স বিবেচনায় ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন মর্মে অংগীকার করায় এবং প্রাপ্ত তথ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা/তথ্য উপাত্ত পাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৮। সেহেতু, সৈয়দ নুরুল কুদ্দুস, উপাধ্যক্ষ (সহকারী নিবন্ধক), আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

৯। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৩ জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৮৬—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডা. মোঃ ইহতেশামুল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, ১৪/৩ দিশারী, হাওয়াপাড়া, সিলেট-কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৮৭—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব ওমর ফারুক, সভাপতি, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-কে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৮৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব তাহমিন আহমদ, সভাপতি, দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও পরিচালক, এফবিসিসিআই, চেম্বার বিল্ডিং, জেল রোড, সিলেট-কে দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৮৯—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ক) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ-৩ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ফজলে আজিম, উপসচিব-কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৩৬—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-১, সাধারণ ওয়ার্ড নং-২৬, এবং এডভোকেট রোকসানা বেগম শাহনাজ, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়ার-২, সাধারণ ওয়ার্ড নং-২৬, সিলেট সিটি কর্পোরেশন-কে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৩৭—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঙ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব কামরুল আবেদীন এফসিএ, কাউন্সিল মেম্বার ও সাবেক প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ও ম্যানেজিং পার্টনার, এমজে আবেদিন এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ন্যাশনাল প্লাজা (৩য় তলা), ১০৯ বীর উত্তম সি.আর.দত্ত রোড, ঢাকা-কে দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৩৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(খ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব নাজমুস সায়াদাত, যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ-কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৩৩৯—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(চ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, এফ-৪০০০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-কে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩০ মে ২০২২

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০১.২২.২৫০—যেহেতু, আপনি জনাব জয়ন্তী অধিকারী (সহকারী নিবন্ধক), জেলা সমবায় কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক (বর্তমানে জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মাদারীপুর) "সুবর্ণরেখায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে গত ১৩-১২-২০২১ তারিখ অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হলেও আপনি উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ না করে ১২-১২-২০২১ হতে ১৩-১২-২০২১ তারিখ ২ (দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন দাখিলপূর্বক শরিয়তপুর আয়কর রিটার্ন জমা দেন। যা দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজের অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সম্মত আদেশ অমান্যের সামিল;

২। যেহেতু, আপনার দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজের অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্যের সামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত এবং একই বিধিমালা অনুসারে অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

৩। যেহেতু, আপনার কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২৮-৩-২০২২ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০১.২২.১৬৩ সংখ্যক স্মারকমূলে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০১/২০২২) রুজু করে ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৪-৪-২০২২ তারিখে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১০-৫-২০২২ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও আপনার বক্তব্য গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন ও আপনার বক্তব্য এবং নথিস্থ সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় আপনার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এবং নবীন কর্মকর্তা হিসেবে ও ১ম বারের মত আনীত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন মর্মে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, আপনি জনাব জয়ন্তী অধিকারী (সহকারী নিবন্ধক), জেলা সমবায় কর্মকর্তা (বর্তমানে জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মাদারীপুর), খুলনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি করা হ'ল।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০২.২২.২৫১—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সালমান ইকবাল, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, নরসিংদী "সুবর্ণরেখায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে গত ১৩-১২-২০২১ তারিখ অংশগ্রহণের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের ৯-৩-২০২২ তারিখের ৪৭.৬১.০০০০.০৪৯.২৩.০০১.২০২১.২০৩ সংখ্যক স্মারক মূলে মনোনয়ন প্রদান করা হলেও আপনি উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ না করে জেলা সমবায় কার্যালয়, লক্ষ্মীপুরে অনুষ্ঠিত আপনার বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন যা আপনার দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যকাজের অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্যের সামিল;

২। যেহেতু, আপনার দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজের অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্যের সামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত এবং একই বিধিমালা অনুসারে অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

৩। যেহেতু, আপনার কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২৮-৩-২০২২ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০২.২২.১৬২ সংখ্যক স্মারকমূলে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০২/২০২২) রুজু করে ১০ (দশ) কর্ম দিবসের

মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৭-৪-২০২২ তারিখে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১০-৫-২০২২ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও আপনার বক্তব্য গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন ও আপনার বক্তব্য এবং নথিস্থ সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় আপনার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এবং নবীন কর্মকর্তা হিসেবে ও ১ম বারের মত আনীত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন মর্মে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সালমান ইকবাল (সহকারী নিবন্ধক), জেলা সমবায় কর্মকর্তা নরসিংদী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি করা হ’ল।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ভাদ্র ১৪২৯/১২ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১১০.২৭.০১৯.২১-৯৯৪—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (পরিচিতি নম্বর-৭০৩০৭১), প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৮), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার ১৬-০৩-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.২৭.০১৯.২১-৩১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২ মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ ও ‘দুর্নীতি’র অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে প্রশাসন-১ শাখার ০৬-০৫-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.২৭.০১৯.২১-৪৩৫ সংখ্যক স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি ২০-০৫-২০২১ তারিখে জবাব দাখিল করেন এবং ২১-০৬-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে জনাব রিপন চাকমা (পরিচিতি নম্বর-৬৯১৯), উপসচিব (বর্তমানে যুগ্মসচিব), প্রশাসন-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ২২-০৬-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০১৯.২১.৫৭৯ সংখ্যক পত্রে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ২৯-০৮-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ ও ‘দুর্নীতি’র আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (পরিচিতি নম্বর-৭০৩০৭১), প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮’ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী আনীত ‘অসদাচরণ’ ও ‘দুর্নীতি’র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার ১৬-০৩-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.২৭.০১৯.২১-৩১৩ সংখ্যক সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: নবীরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
(প্রশাসন অনুবিভাগ)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-৩৯/৮৩(অংশ)-২৪৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আব্দুল সামাদ আজাদ, জন্ম তারিখ: ০৯-০৭-১৯৯২ খ্রি., পিতা-মোঃ আবুল কাশেম, মাতা-সুন্দরী বেগম, গ্রাম-দক্ষিণভাগ, ডাকঘর-ভাটেরা, উপজেলা-কুলাউড়া, জেলা-মৌলভীবাজার। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৩ নং ভাটেরা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীতি বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২-এন-৪৪/২০১২-২৪৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব কামরুল হাসান, জন্ম তারিখ: ১১-০৩-১৯৮৭ খ্রি., পিতা-ইমান আলী, মাতা-সখিনা আক্তার, গ্রাম-নামদারপুর, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-বড়চওনা, উপজেলা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলার নবগঠিত ১০ নং বড়চওনা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীতি বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ ভাদ্র ১৪২৯/২২ আগস্ট ২০২২

নং ১৫.০০.০০০০.০১৯.০১৮.০২৭.১১-২৮৭—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১১-১৯৯৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-২) পদোন্নতি-২৭/৯৪-১৬৪ এর প্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে রেফ্রিজারেশন মেকানিক পদে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী নিম্নে উল্লিখিত ০১(এক) জন কর্মচারীকে তৃতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা হতে দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	২য় শ্রেণিতে উন্নীত করার তারিখ	নির্ধারণকৃত বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫)
১	২	৩	৪	৫
০১.	জনাব বাহার কাজী রেফ্রিজারেশন মেকানিক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।	০১-০৬-২০২০	১৬,০০০—৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)

(১) উক্ত পদের বেতন ভাতা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বাজেটের সংশ্লিষ্ট খাত হতে নির্বাহ করা হবে;

(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ভেনিসা রড্রিক্স
উপসচিব।